© অর্থকথা ॥ যে কোন ধরনের পুনঃমুদ্রণ, নকল বা পুনঃপ্রকাশ বেআইনী



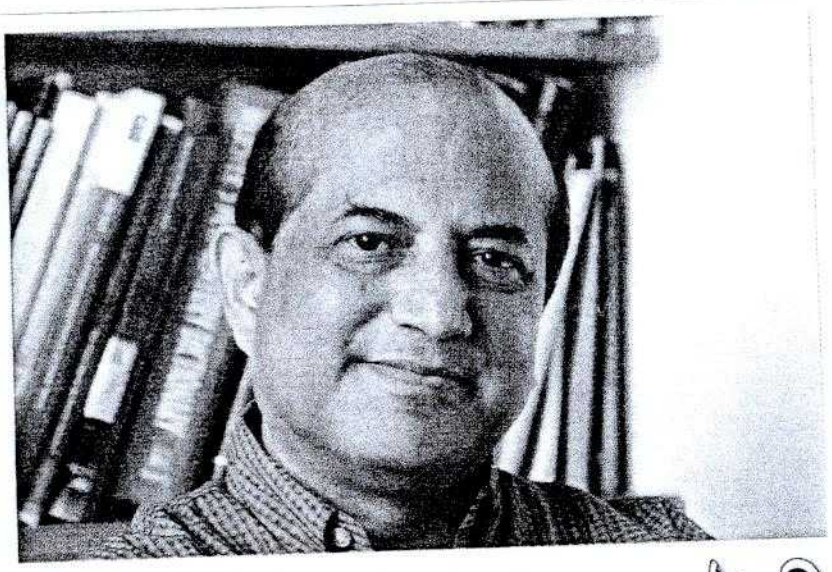

# ড. আহমেদ মোশতাক রাজা চৌধুরী

## উপ নির্বাহী পরিচালক, ব্র্যাক

শুধু বাংলাদেশ নয়, ব্র্যাক এখন সারা বিশ্বে পরিচিত একটি প্রতিষ্ঠান। ব্র্যাক-এর এই বিশ্বজয়ের মিশন শুরু হয় ২০০২ সালে আফগানিস্তান থেকে। এরপর একে একে শ্রীলংকা, পাকিস্তান, উগান্ডা, তানজানিয়া এবং দক্ষিণ সুদানে প্রসারিত হয় ব্র্যাক-এর দিগন্ত। এই বিশ্ব জয়ের মিশনে যারা পেছনে থেকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন তাদের মধ্যে অন্যতম একজন হলেন ব্র্যাক-এর উপ নির্বাহী পরিচালক ড. আহমেদ মোশতাক রাজা চৌধুরী। সুতীক্ষ্ণ মেধা ও মননের অধিকারী এই ব্যক্তিত্ব ১৯৫০ সালে জন্মগ্রহণ করেন কলকাতার শিশু মঙ্গল হাসপাতালে। তাঁর পিতা আজফার রাজা চৌধুরীও ছিলেন অত্যন্ত শিক্ষা এবং সংস্কৃতিবান একজন মানুষ। কলকাতা কর্পোরেশনে চাকরির সুবাদে তিনি থাকতেন কলকাতার পার্ক সার্কাসে। তিনি ছিলেন সিলেটের প্রথম মুসলিম গ্র্যাজুয়েটদের মধ্যে অন্যতম একজন। মোশতাক রাজা চৌধুরী'র জন্মের আড়াই মাস পরেই তিনি চলে আসেন পূর্ব পাকিস্তানের সিলেটে। এখানেই শুরু হয় মোশতাক রাজা চৌধুরী'র শিক্ষাজীবন। সিলেট সরকারি হাই স্কুল থেকে ১৯৬৭ সালে তিনি এসএসসি পাস করেন। এইচএসসি পাস করেন ১৯৬৯ সালে সিলেট এমসি কলেজ থেকে। এরপর তিনি ভর্তি হন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিসংখ্যান বিভাগে। এখান থেকে ১৯৭৪ সালে অনার্স এবং ১৯৭৫ সালে মাস্টার্স ডিগ্রি লাভ করেন। এরপর আরেকটি বিষয়ে তিনি মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন করতে চলে যান ইংল্যান্ড। ১৯৭৯ সালে লন্ডন স্কুল অব ইকনোমিক্স থেকে ডেমোগ্রাফি বিষয়ে তিনি আবার মাস্টার্স ডিগ্রি লাভ করেন। দেশে ফিরে মোশতাক রাজা চৌধুরী রিসার্চ ডেমোগ্রাফার হিসেবে যোগ দেন বৃহত্তম বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ব্র্যাক-এ। প্রায় চার বছর নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালনের পর ছুটি নিয়ে পিএইচডি করতে চলে যান লন্ডনে। সেখানকার স্কুল অব হাইজিন ট্রপিক্যাল মেডিসিন থেকে তিনি ১৯৮৬ সালে এপিডেমিওলজী ও অ্যানথ্রোপলজী বিষয়ে পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেন। এরপর দেশে ফিরে ব্র্যাক-এর রিসার্চ অ্যান্ড ইভালুয়েশন ডিভিশন গড়ে তোলেন। দেশে এনজিওগুলোতে রিসার্চ একেবারে হয় না বললেই চলে। সেখানে ব্র্যাক-এর রিসার্চ অ্যান্ড ইভালুয়েশন ডিভিশন এক অনন্য নজির। বাংলাদেশে এনজিওগুলোর মধ্যে এ কাজের একক দাবিদার মোশতাক রাজা চৌধুরী। বর্তমানে ৬০ জন রিসার্চার এই ডিভিশনে প্রতিনিয়ত গবেষণা করে চলেছেন। মোশতাক রাজা চৌধুরী ১৯৯২ সালে রিসার্চ অ্যাসোসিয়েট হিসেবে যোগ দেন হার্বার্ড ইউনিভার্সিটিতে। এখানে তিনি ইংরেজি ভাষায় লিখতে শুরু করেন Teaching Millions to Treat Diarrhoea at home বিষয়ে অনন্য গ্রন্থ 'A Simple Solution'. বইটি প্রকাশিত হয় ১৯৯৬ সালে। তিনি ২০০২-২০০৪ সাল পর্যন্ত নিউইয়র্কের কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটিতে ডিজিটিং প্রফেসর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়াও এই কর্মোদ্যোগী পুরুষ কমিউনিটি ভিত্তিক স্বাস্থ্যসেবায় নারীর ভূমিকা, পুষ্টি, প্রাথমিক শিক্ষা এবং দারিদ্র্য বিমোচন বিষয়ে দীর্ঘদিন ধরে গবেষণা করছেন। দ্য ল্যানসেটসহ পৃথিবীর বহু গুরুত্বপূর্ণ জার্নালে এ পর্যন্ত তার ১০০টিরও বেশি প্রবন্ধ ছাপা হয়েছে। স্বাস্থ্য বিষয়ক একাধিক আন্তর্জাতিক উদ্যোগ ও জার্নালের পরিচালনা পর্ষদের তিনি সদস্য। তিনি যুক্তরাষ্ট্রের কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে মেইলম্যান স্কুল অব পাবলিক হেলথের জনসংখ্যা ও পারিবারিক স্বাস্থ্য বিষয়ের অধ্যাপক। অন্যদিকে তিনি বর্তমানে ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের সদ্য প্রতিষ্ঠিত জেমস পি গ্র্যান্ট স্কুল অব পাবলিক হেলথের ডীনের দায়িত্ব পালন করছেন। বর্ণাঢ্য কর্মজীবনে অত্যন্ত সফল এই ব্যক্তিত্ব ভ্রমণ করেছেন পৃথিবীর সব মহাদেশে। ইউরোপ, অ্যামেরিকা, আফ্রিকা, এশিয়া, অস্ট্রেলিয়াসহ ৫০-৬০টি দেশে বিভিন্ন সভা, সেমিনার, সিম্পোজিয়ামসহ অসংখ্য প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করেন। বিশ্বের বিভিন্ন

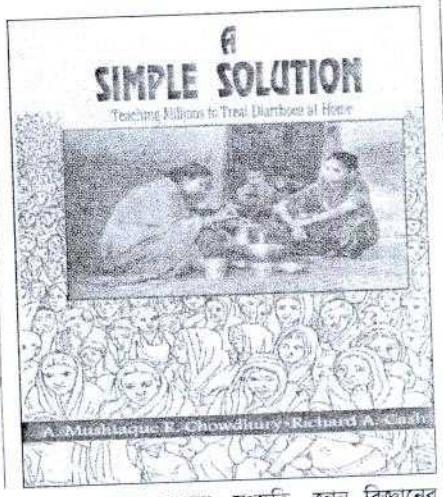


অঞ্চলের সমাজ, সংস্কৃতি, জ্ঞান বিজ্ঞানের সংস্পর্শে ড. আহমেদ মোশতাক রাজা চৌধুরী হয়ে উঠেছেন সত্যিকার অর্থেই A Man of the World. ব্যক্তি জীবন সম্পর্কে বলতে গিয়ে মোশতাক রাজা চৌধুরী বার বার স্মরণ করলেন তার মা আমিনা খাতুন চৌধুরীকে; যিনি ছিলেন তার সকল কর্মের প্রেরণা। তাঁর ব্যক্তি জীবনও অত্যন্ত মধুর। স্ত্রী নীলোফার রাজা চৌধুরী, ছেলে ওয়ামেক এবং মেয়ে ইমিতাকে নিয়ে তাঁর সুখের সংসার। তাঁর পথচলা আরও মসৃণ হোক। দেশ ও জাতির জন্যে জনাব মোশতাক বয়ে আনুন আরও কল্যাণ ও সুনাম এটিই সবার প্রত্যাশা। ■

*রেযা খান*